চারদিকে শুধু জোয়ার

আমরা কি জোয়ারের তোড়ে ভেসে যাচ্ছি ? মনেতো হচ্ছে যেন জোয়ার ছাড়া এক পা ও চলা যায় না। প্রশ্ন হল জোয়ারের অপেক্ষায় থাকা আর তকদিরের উপর ছেড়ে দেওয়া বা ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করা একই কথা। তাহলে আর জীবনে স্বাচ্ছন্দ লাভের আশায় অত সাধনা করার দরকার কি ? শুরু থেকেই চলছে জোয়ার। সেই উনিশশ বায়ান্ন সালে এদেশে ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। সেদিন গনজোয়ার তাদের মাতৃভাষাকে ভাষা-বিদ্বেষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ঊনসত্তরে হয়েছিল গনঅভ্যুত্থান। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ। সেখানেও গনজোয়ারের লড়াইয়ে স্বাধীনতা এসেছিল। তারপর স্বৈরাচার পতন আন্দেলনে রাজপথে নেমেছিল গনজোয়ার। এরপর গনতন্ত্রমুখী জোয়ারে ধাবিত হল দেশ। সেই জোয়ার প্রকৃতপক্ষে গনতন্ত্র দিতে পেরেছে কিনা সেটা গনতন্ত্রের জোয়ারে সর্বদা ভাসমানরত গনতন্ত্রদাতা রাজনীতিবিদেরাই ভাল জানেন। আমরা সাধারণ জনগনতো গ্রহীতা হতে পেরেছি বলে মনে হয়নি কখনো। শুধু শুনেই আসছি যে, বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, গনতান্ত্রিক দেশ এবং গনজোয়ারকে সামনে রেখে রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখে বড় বড় ভাষনে শুধু বলতে শুনেছি দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। পরিনামে পরবর্তিতে দেখতে পেলাম দুর্নীতির জোয়ারে ভাসছে। পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখেছি ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগীতারত অপশক্তির জোয়ার, দেশকে অচল করে দেওয়ার জোয়ার, আন্দোলনের জোয়ার, হরতালের জোয়ার, লাঠি বৈঠার জোয়ার, সন্ত্রাসীর জোয়ার, জঙ্গীবাদের জোয়ার, বোমা ফাটানোর জোয়ার, ক্রস ফায়ারের জোয়ার, গনগ্রেফতারের জোয়ার, মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানী বন্ধ হওয়ার জোয়ার, টিভি চ্যানেল তৈরীর জোয়ার, দুর্নীতিবাজের জোয়ার, দুর্নীতির অপরাধে মন্ত্রী-আমলাদের গ্রেফতারের জোয়ার, স্পেশাল আদালতে বিচারের জোয়ার, গ্রেফতারকৃত ভিআইপিদের অসুস্থ্য হওয়ার জোয়ার, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জোয়ার, চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার জোয়ার, সর্বশেষ দেখা যাচ্ছে জামিনের জোয়ার। এছাড়া নৌকা-লঞ্চ ডুবতে শুরু হলে পর পর ডুবতেই থাকে, সড়ক দুর্ঘটনার জোয়ার চলছে এখন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জোয়ারতো আছেই--। বাপরে বাপ, এত জোয়ারের ভেতরে তো আর শ্বাস নিতে পারছি না। যাও একটু নিতেছিলাম তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতিরোধ্য উচ্চমূল্য জোয়ারের কারণে। এমন নাভিশ্বাসের মাঝে আবার একই সপ্তাহে দুইটি আবিস্কারের সংবাদ পেলাম- চট্রগ্রামের জয়নাল আবেদীন পানি দিয়ে গাড়ি চালানোর মেশিন আবিস্কার করেছে (ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই '০৮- কমপ্রেস্ড ওয়াটার) এবং দিনাজপুরের সাহিদ হোসেন তেল ছাড়া বাত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে (নয়াদিগন্ত, ২১ জুলাই '০৮- ৩০ কিও পাওয়ার প্লান্ট)। ভাবছি দেশের সকল রাজনৈতিক অশুভ জোয়ার চিরতরে বিদায় নিয়ে যদি আবিস্কারের জোয়ার অব্যহত থাকতো তাহলে হয়ত বিশ্বের বুকে আধাপেট খেয়ে হলেও অন্ততঃ গর্ব করে দুটো কথা বলতে পারতাম। আমি জয়নাল এবং সাহিদকে তাদের প্রচেষ্টা ও সফলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে আরো অনেক টেলেন্ট রয়েছে যাদের খোঁজ খবর আমাদের সরকারের চেয়ে বেশী রাখে বিদেশী এনজিও'গুলো এবং সেই রকম প্রতিভা নজরে পড়লেই তাদেরকে পরিবারসহ বিদেশে নিয়ে যায়। যা আমাদের কাম্য নয়। এছাড়া আমাদের দেশে এমন একটা এলাকা রয়েছে যেখানে আছে অসংখ্য প্রতিভা। সবাই জানে, তারা তাদের সেই প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জীবিকার তাগিদে সব সময় দুইনম্বরী কাজেই ব্যবহার করে আসছে। অথচ সেই দুই নম্বরী জিনিষই আমরা চায়না বা বিদেশী মনে করে বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করি। যাকে আমরা নকল হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকি। অথচ কর্তৃপক্ষ যদি একটু সুব্যবস্থা করে, একটু সুনজরে দেখে এবং তাদেরকে বৈধতা দিয়ে বৈধভাবে সেসব কাজ পরিচালনা করার জন্য উদ্যোগ নেয়, তাহলে আমাদেরকে আর চায়না-মাল ব্যবহার করতে হতো না। দেশের মুদ্রা দেশেই থাকতো এবং জিঞ্জিরা হত 'বাংলার চায়না'। আমাদের সবার পরিচিত সেই জিঞ্জিরাকে 'বাংলার চায়না' বানানোর জোয়ার কবে থেকে বইতে শুরু করবে সেই অপেক্ষায় রইলাম।

জিঞ্জিরাকে 'বাংলার চায়না' হিসাবে দেশের ভেতরে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে দেশের বাইরে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই যথেষ্ট। কি আছে জিঞ্জিরায়- এই প্রশ্ন হয়তো কেউই এখন আর করবে না। যারা জানে এবং মানে তারা অবশ্যই বলবে- কি নেই জিঞ্জিরায় ? কি তৈরী হয় না সেখানে ? সবই পাওয়া যায়, সবই তৈরী হয়। শুধু একবার যদি সেইগুলিকে সরকারী অনুমোদন তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে 'বাংলার চায়না' নামকরণ করে মাসব্যাপী মেলার আয়োজন

করা হয়, সেই মেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে যদি প্রচার করা হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ঘটে, এমনকি বিদেশী কুটনীতিকরাও অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহন করে তাহলে এক মাসেই ‘বাংলার চায়না’ নামটি দেশে ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে যাবে। প্রকৃত চায়নার বাজার হবে কুপোকাত।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করতে পারি যদি দায়িত্ববানেরা দায়িত্ব মনে করে জাগ্রত হয়। পাশাপাশি জয়নাল ও শাহিদের সেই আবিস্কার যদি সত্য, সফল এবং গ্রহনযোগ্য হয় তাহলে সরকারের উচিত বিদ্যুত ও তেলের এই অকাল মুহূর্তে তাদেরকে যথাযথ মূল্য দিয়ে অতিসত্ত্বর সেইগুলোকে আরো ডেভেলপ করে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আমরা সব সময়ই আমাদের দেশের উন্নতি কামনা করি। আমরা সত্যি সত্যি উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে চাই, গলাবাজি কিংবা দুর্নীতির জোয়ারে ডুবতে চাই না।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

সৌদি আবর।
E-mail:- ayubahmedd@gmail.com

তাং ২৬.০৮.০৮ইং